৮

ঢাকা চিটাগং রোডে, এক্সিডেন্ট হওয়া আহতদের সবার একটা গতি করতে করতে, রাত প্রায় একটা বেজে গেলো। রাধিকা শিশু বিভাগ থেকে দিলকে নিয়ে এসে, সার্জারী বিভাগের বারান্দায় একটা বেঞ্চিতে এসে বসলো। সাকীবও অপারেশন থিয়েটার থেকে ক্লান্ত দেহে বেড়িয়ে, রাধিকাকে দেখে এগিয়ে গেলো সেদিকে। সে রাধিকার পাশে বসতেই, রাধিকা বললো, স্যরি, আমাকে ক্ষমা করো।

সাকীব কিছুই বললো না।

রাধিকা আবারো বললো, আসলে সংসার ধর্ম পালন করে মেয়েদের চাকরী করা যে অসম্ভব, বুঝতে পারছি আমি।

দিল, তার মায়ের কোলে চমৎকার একটা আশ্রয় পেয়ে শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। রাধিকা, দিলের মাথার চুলে বিলি কাটছে আনমনে। সাকীব তাঁকিয়ে রইলো, একটি মা আর একটি শিশুর দিকে। কেনো যেনো সাকীবের চোখে পানি এসে গেলো।

সারাদিন মানসিক আর শারীরীক দুটুর উপরই বড় ধরনের একটা ধকল গেছে রাত্রির। সে, রোগী দর্শনার্থীদের অপেক্ষা করার লবিটা জন শূন্য দেখে, সেখানে একাকী চুপচাপ বসে ছিলো। আহমেদ দুটো মধুবন কিনে এনে, এখানে সেখানে রাত্রিকে খোঁজে, শেষে এই লবিতে এসেছিলো। রত্রিকে বসে থাকতে দেখে, একটি মধুবন রাত্রির দিকে ছুড়ে দিয়ে বললো, একটা বড় ধরনের ঝড় বয়ে গেলো! টায়ার্ড হয়ে গেছি খুব।

রাত্রি কিছু বলছেনা। আহমেদ মধুবন খেতে শুরু করলো। রাত্রি আহমেদের দেয়া মধুবনটা হাতে নিয়ে উদাস হয়ে তাঁকিয়ে আছে বাইরে। আহমেদ বললো, কি, খাবে না নাকি? তাহলে আমাকে দিয়ে দাও। আমার খুব ক্ষিধা।

আহমেদ রাত্রির হাতের মধুবনটা কেড়ে নিতে চাইতেই, রাত্রি বললো, খাবো।

আহমেদ বললো, জানতাম।

রাত্রি মিষ্টি করে হাসলো। আহমেদ তন্ময় হয়ে তাঁকিয়ে রইলো রাত্রির দিকে।

সকাল বেলায়, রাধিকা হাসপাতালে এসেই প্রথমে গেলো নার্স সুপার মিনা রায়ের কক্ষের দিকে। সে মিনা রায়ের কক্ষের দরজা নক করতেই ভেতর থেকে বললো মিনা রায়, ভেতরে আসুন।

রাধিকা দরজা ঠেলে ঢুকে বললো, কাজের সময় বিরক্ত করতে এলাম। দুঃখিত।

মিনা রায় অবাক হয়ে বললো, আরে রাধিকা, তুমি?

রাধিকা একটা আয়তাকার খাম মিনা রায়ের টেবিলের উপর রাখলো, যার উপরে লেখা, রেজিগনেশন লেটার।

মিনা রায়, খামের উপরের লেখাটা পড়েই বললো, তুমি কি ডাঃ সাকীবের সাথে পরামর্শ করে এই লেটার আমাকে দিচ্ছো?

রাধিকা বললো, না তা অবশ্য করিনি। তবে, সাকীব এতদিন ধরে এটাই আশা করেছে। সে বিয়ের পর থেকেই, আমাকে চাকুরী করতে নিষেধ করে আসছে। আমার মনে হয় সে খুশীই হবে।

মিনা রায় বললো, তারপরও, এতদিন ধরে সংসার করছো, এত বড় একটা ডিসিশন নেয়ার আগে তো একবার আলোচনা করা দরকার, কি বলো?

রাধিকা কিছু একটা বলতে যাবে, ঠিক তখুনি সাকীব এসে ঢুকলো মিনা রায়ের কক্ষে। রাধিকা এবং সাকীবকে, পর পর মিনা রায়ের কক্ষে ঢুকতে দেখে, কেমন যেনো সন্দেহ হলো রাত্রির। সে মিনা রায়ের কক্ষের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে, আড়ি পেতে শুনার চেষ্টা করলো, ভেতরের কথাবার্তা।

সাকীব, মিনা রায়ের টেবিলের উপরে রাখা, রাধিকার রেজিগনেশন লেটারটা হাতে নিয়ে, টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললো। সে বললো, তুমি একজন বড় ধরনের নার্স হবার স্বপ্ন দেখে এসেছো এতদিন ধরে, কি করছো এসব?

রাধিকা বললো, আমি যা করছি, তা ঠিকই করছি।

সাকীব রেগে বললো, না, ঠিক করছো না।

সাকীব, তার কোটের ভেতরের পকেট থেকে, একটা আয়তাকার খাম বেড় করে মিনা রায়ের টেবিলের উপর রেখে বললো, যদি রিজাইন দিতে হয়, আমি দেবো।

রাধিকা আর মিনা রায় দুজনেই আবাক হয়ে তাঁকালো সাকীবের মুখের দিকে। দরজার বাইরে রাত্রিও থেমে থাকতে পারলোনা। সে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বললো, সাকীব ভাই, আপনি কি সিরীয়াসলী বলছেন নাকি?

সাকীব গম্ভীর হয়ে বললো, আমি সিরীয়াস।

সাকীবের কথায় রাত্রি বোকা বনে গেলো।

রাধিকা সাকিবের হাত ধরে টেনে, মিনা রায়ের কক্ষ থেকে বেড়িয়ে এলো। নির্জন দেখে একটা জায়গায় এসে বললো, কি সব যা তা করছো তুমি?

সাকীব বললো, যা তা করলাম কোথায়? তুমি নিজেই তো বলেছিলে, সংসার ধর্ম পালন করে, নার্সের কাজ করার কি জানি একটা চ্যালেঞ্জের কথা? আমি তার একটা সুযোগ করে দিচ্ছি মাত্র।

রাধিকা বললো, তা আমি স্বীকার করছি। তাই বলে তুমি চাকরী ছেড়ে দেবে, এই কথা আসে কোথা থেকে?

সাকীব রাধিকার মাথার দিকে তাঁকিয়ে বললো, আরে তোমার মাথায় পাকা চুল?

রাধিকা বললো, কোথায়?

সাকীব রাধিকার মাথা থেকে একটা পাকা চুল টেনে ছিড়ে, রাধিকার হাতে দিলো, বললো, এই দেখো, তোমার ভাগ্য।

রাধিকা বললো, মানে?

সাকীব বললো, যার মাথায় একটা মাত্র পাকা চুল থাকে, সে খুবই ভাগ্যবান অথবা ভাগ্যবতী হয়।

রাধিকা বললো, এই কথা আমি কলেজ জীবন থেকে শুনে আসছি, আমি খুব ভাগ্যবতী।

সাকীব হাসলো হা হা করে। তারপর বললো, আমি তো সবসময়ই বলি তুমি খুব ভাগ্যবতী!

রাধিকা রেগে বললো, কিন্তু এখন সেই ব্যাপারে কথা বলার সময় নয়। আমি বলছি, তুমি চাকুরী ছাড়বে কেনো? তার জবাব দাও।

রাত্রি ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে এদিকে। সে কাছে এসে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, আপনারা এখানে? আমি সারা হাসপাতালে আপনাদের খোঁজেছি।

পারিবারিক, এমন একটা গুরুতর আলাপের সময় রাত্রিকে দেখে, রাধিকা আর সাকীব দুজনেই বিরক্ত হলো খুব তার উপর। রাত্রি কোন রকমের তোয়াক্কা না করে, সাকীবের রেজিগনেশন লেটারটা, সাকীবের হাতে তুলে দিয়ে বললো, মিনা ম্যাডাম আপনাকে দিতে বললো।

রাধিকা একটা ছোট নিঃশ্বাস ছাড়লো, বললো, ম্যাডাম আমার মনের কথা মনে হয় বুঝতে পেরেছে।

রাত্রি বললো, না, সেই কথা না। ম্যাডাম বলেছে, সাকীব ভাই ডাক্তার। রিজইন যদি দিতেই হয়, তবে রেজিগনেশন লেটার যেনো ডাইরেকটর সাহেবের কাছে জমা দেয়। নার্স সুপার হয়ে ডাক্তারের রেজিগনেশন লেটার নিয়ে, পরে উনি বিপদে পরবেন।

রাত্রির কথা শুনে, সাকীব বোবার মতো থ হয়ে গেলো। সকীবকে এমন থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাত্রি বললো, সাকীব ভাই কেমন আনাড়ী ডাক্তার, তাই না? কোথায় কি জমা দিতে হয় তাও জানে না।

সাকীব বললো, রাত্রির মুখে আমাকে আনাড়ী বলাটা শোভা পায়না।

রাত্রি বললো, বলতে আমি চাইনি, কিন্তু কাজটাতো তেমনিই করলেন?

রাত্রি খিল খিল করে হাসতে লাগলো।

রাধিকা নার্স ষ্টেশনে ফিরে এলো। সে সবাইকে বললো, একটু দেরী হওয়াতে দুঃখিতো। সে দৈনিক কর্মসূচীর খাতাটা নিয়ে বললো, সবার কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি।

লতিফা রাধিকার কথার মাঝে বলে উঠলো, সিস্টার রাধিকা, তার আগে আমার একটা কথা ছিলো? একটা গুজব শুনতে পেলাম, আপনি নাকি রিজাইন করছেন? কথাটা সত্যি নাকি?

রাত্রি বলে উঠলো, না না ভুল শুনেছেন। রিজাইন করছে তো ডাঃ সাকীব।

লতিফা চোখ কপালে তুলে বললো, ডাঃ সাকীব?

রোকেয়া, সাজেদাকে চিমটি কেটে ফিশ ফিশ করে বললো, তুমি না বললে, সিস্টার রাধিকা?

সাজেদা বললো, তাহমিনা তো আমাকে তাই বললো।

তাহমিনা বললো, আমি তো ঠিক তাই শুনলাম।

রাত্রি জোড়ে জোড়ে বলতে লাগলো, রাধিকা সিস্টার তার নার্সের চাকরীটা চলিয়ে যাবার একটা সুযোগ দেবার জন্যে, রিজাইন দেবার কথা ঠিক করেছেন।

রাধিকা মুখ খিচিয়ে রাত্রিকে বললো, রাত্রি, তুমি বেশী কথা বলো!

রাত্রি বললো, যা সত্যি, তাইতো বললাম।

সুমি বললো, চাকুরী করতে এত ভালো লাগে আপনার! আমার হাজব্যাণ্ড যদি ডাক্তার হতো, তাহলো তো আর কথাই ছিলো না। পায়ের উপর পা তুলে, হেসে খেলে বেড়িয়ে দিন জীবন কাটিয়ে দিতাম!

রাধিকা সুমিকে রেগে বললো, সুমি, সবাইকে আর নিজের মতো ভাববেনা।

রাত্রি বললো, ঠিক ঠিক, রাধিকা সিস্টার আমাদের মতো না। রাধিকা সিস্টার হেসে খেলে বেড়ানোর মতো পার্টনার পাবে কই?

রাধিকা রাত্রিকে ধমক দিলো, রাত্রি, তুমি বেশী কথা বলো।

লতিফা বললো, আমি এত কথা শুনতে চাইনা। রাধিকা সিস্টার, এবার বলুন, চকারী কি ছাড়ছেন, না ছাড়ছেন না?

রাধিকা বললো, এটা আমাদের ব্যাক্তিগত ব্যাপার।

লতিফা বললো, এখানে ব্যাক্তিগত ব্যাপার বলে কিছু নেই, আপনি হলেন, এই হাসপাতালের সার্জারী বিভাগের নার্স সুপারভাইজার। আর ডাঃ সাকীব হলো, এই হাসপাতালের চীফ সার্জন, যাকে বলা যায়, এই হাসপাতালের একটা সাইনবোর্ড। ডাঃ সাকীব এই হাসপাতালে না থাকলে, হাসপাতাল টিকে থাকা, আমাদের চকুরী থাকা না থাকা, অনেক কিছুই নির্ভর করছে।

রাধিকা, লতিফার কথায় বোকা বনে গেলো। শুধু সে নয়, নার্স ষ্টেশনে হঠাৎ কেমন যেনো একটা আঁধার নেমে এলো সাথে সাথে।

সাকীব নুতন করে তার পদত্যাগপত্র জমা দিতে গেলো, ডাইরেকটর সাহেবের কাছে।

ডাইরেকটর সাহেব, খামটা দেখেই বললো, আবার কি?

সাকীব এক কথায় বললো, পদত্যাগপত্র।

ডাইরেকটর সাহেব বললো, হুম, বুঝলাম না?

সাকীব বললো, এ ব্যাপারে ডাঃ আশেকের সাথে আলোচনা করেছি। আমার সব কাজ তাকে বুঝিয়ে দিয়ে, সব দায় দায়ীত্ব নিয়েই পদত্যাগ করছি। এবার আসি।

ডাইরেকটর সাহেব পেছন থেকে ডাকছে, সাকীব, সাকীব দাঁড়াও বলছি।

সাকীব পেছন ফিরে বললো, কিছু বলছেন স্যার?

ডাইরেকটর সাহেব বললো, কারন দর্শাও, কারন?

সাকীব বললো, বাচ্চার দেখাশুনা করার জন্যে। আসি, স্যরি।

সাকীব হন হন করে ডাইরেকটর সাহেবের কক্ষ থেকে বেড়িয়ে গেলো।

ডাইরেকটর সাহেব ডাকছে, সাকীব, সাকীব, আমার কথা শোনো?

সাকীব ডাক্তার কক্ষে ঢুকতেই, আহমেদ বললো, স্যার, আপনার নামে একটা পার্শেল এসেছে, ঐ, টেবিলের উপর রেখেছি।

সাকীব, মাঝারী সাইজের মোটা কাগজের বাক্সটার উপর, ঠিকানাটা পড়ে বললো, ওহ, আজমুল সাহেব! বড় ভালো লোক। রিটায়ার্ড সরকারী অফিসার। পেটে পাথর হওয়াতে, মাস ছয়েক আগে এখানে ভর্তি হয়েছিলো। তারপর থেকে প্রায়ই সে অনেক কিছু পাঠায়। বেশীর ভাগই তার নিজের বাগানে, নিজের হতে করা সবিজ।

সাকীব একটু থেমে, বাক্সটা আহমেদের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, আহমেদ, কিছু মনে না করলে, বাক্সটা একটু খোলে দেখোতো, কি আছে ভেতরে?

সাকীবকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে। আহমেদ তড়িঘড়ি করে বাক্সের মুখটা খোলে বললো, করলা, বেশ টাটকা, ভাজি করে এখুনি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সাকীব খুবই গম্ভীরভাবে বললো, যদি তোমার আপত্তি না থাকে রেখে দিতে পারো। আমি আবার করলা পছন্দ করিনা। তিতা লাগে। ভালো কথা, তোমার রান্নার সরঞ্জাম আছে তো?

আহমেদ খুব খুশী হয়ে বললো, সত্যিই বলছেন? করলা আমার পছন্দের খাবার, পেটের জন্যেও ভালো। আর রান্নার সরঞ্জামের কথা ভাববেননা। ক্যান্টিনের বাবুর্চিকে বললে, ভাজি করে দেবে।

সাকীব তার টেবিলের উপর, ড্রয়ারের ভেতর আর লকারের ভেতর থেকে, তার ব্যাক্তিগত জিনিষগুলো বেড় করে, জড়ো করতে করতে বললো, করলার সাথে আলু দেবে। তাতে নাকি আরো টেষ্টী হয়। আজমুল সাহেব এমনি একটা কথা মনে হয় বলেছিলো। আরো কি কি জানি দিতে হয়, ভুলে গেছি।

আহমেদ করলাগুলো হাতে নিয়ে বলতে লাগলো, কতদিন করলা খাইনা?

সাকীব তার ব্যাক্তিগত জিনিষগুলো সব এটাচীর ভেতর ঢুকিয়ে, সবশেষে দিলের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা ঢুকাতে গিয়ে, একটু থামলো। সে ফ্রেমটা হাতে নিয়ে, দিলের ছবিটার দিকে তাঁকিয়ে ছোট একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। তারপর ছবির ফ্রেমটা, এটাচীর ভেতর ঢুকাতে যেতেই, আহমেদ বললো, হঠাৎ কি হলো আপনার? জিনিষপত্র গুছাচ্ছেন যে?

সাকীব ফ্রেমটা হাতে নিয়েই বললো, ছেড়ে দিলাম।

আহমেদ অবাক হয়ে বললো, ছেড়ে দিলাম, মানে?

সাকীব ফ্রেমটা তার এটাচীর ভেতরে রেখে, এটাচীটা বন্ধ করে বললো, মানে ডাক্তারী ছেড়ে দিলাম।

কথাটা বলেই, হন হন করে ছুটে বেড়িয়ে গেলো সাকীব।

আহমেদ, সাকীবের কথা কিছুই বুঝতে পারলোনা। ডাঃ সাকীব কি, জোক করলো নাকি?

তিনশ এগারোর, রতনের পেটের ব্যাণ্ডেজ চেইঞ্জ করার কথা। আহমেদকে সাহায্য করছে রাত্রি। সুমি পাশের বেডের বাবুলের স্যালাইনটা চেইঞ্জ করছিলো। আহমেদ, রতনের পেটের পুরনো ব্যাণ্ডেজটা খোলে, ফোরসেপে স্যাভলোনে ভেজা তুলা নিয়ে, রতনের পেটের কাটা অংশটা মুছতে মুছতে বললো। ডাঃ সাকীব কি সিরীয়াস নাকি?

রাত্রি বললো, হুম, উনাকে খুবই সিরীয়াসই তো মনে হলো।

রাত্রি আরেকটা ফোরসেপে স্যাভলোনে ভেজা তুলা এগিয়ে দিলো আহমেদের দিকে। আহমেদ ফোরসেপ বদল করে বললো, তোমার কাছে এটা হাস্যকর মনে হচ্ছেনা? সাধারনত, এই ধরনের বাচ্চা লালন পালনের সমস্যা দেখা দিলে, মেয়েরা আগে চাকুরী ছাড়ে। পুরুষ মানুষ চাকুরী ছাড়তে তো শুনিনি কখনো?

রাত্রি হঠাৎই রেগে উঠলো, বললো, আহমেদের চিন্তা ভাবনা তাহলে সেই ধরনের। চেহারা দেখে মনে হয়েছিলো সহজ সরল অমায়িক, মনের ভেতরটা তো কুৎসিতে ভরা।

আহমেদ বললো, না না আমি পারবোনা এরকম, চাকুরী ছাড়তে।

রাত্রি বললো, আমিও পারবোনা।

আহমেদ বললো, মানে?

রাত্রি বললো, বাচ্চা লালন পালনের ব্যাপারে দুজনের সহযোগীতা ছাড়া অসম্ভব।

বাদশা পাশের বেড থেকে কাগজ কলম নিয়ে, রিপোর্টার রিপোর্টার একটা ভাব নিয়ে, ছুটে এসে বললো, চমৎকার কথা! তা, আপনাদের মাঝে, এই ধরনের সম্পর্ক কতদিন ধরে?

রাত্রি খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো, আরে না, উদাহরন দিলাম আর কি? সুমি তুমি কি মনে করো?

সুমি বললো, আমি বাচ্চা লালন পালনের বিপক্ষে।

রাত্রি বললো, মানে?

সুমি বললাম, বাচ্চা কাচ্চা আমার কাছে বিরক্তিকর, কেমন স্বার্থপর মনে হয় বাচ্চাদের, কথা শুনেনা, এটা চায়, সেটা চায়, কান্নাকাটি করে। বাচ্চা কাচ্চা থাকলে, প্রথম কথা হলো, বেড়ানো খেলানো বন্ধ হয়ে যাবে।

বাদশা বললো, আপনি ঠিক বর্তমান আধুনিক যুগের মহিলাদের মতো। যারা নারীবাদী বলে নিজেদের প্রচার করে। আপনার মতো মহিলা, মা হলে বিরাট একটা অঘটন ঘটবে।

সুমি বললো, তাইতো বললাম, কখনো মা হবোনা।

রতন বিছানাতে ঘাড়টা সামান্য উঁচু করে বললো, ঐ যে, ঐ যে পত্রিকাতে মাঝে মাঝে দেখা যায়, বাচ্চা বড়ীতে তালা বন্ধ করে রেখে, শপিংয়ে চলে যায়, ঐ টাইপের সিস্টার সুমি।

বাদশা কথাগুলো তার হাতের কাগজটিতে মেমো করতে করতে বললো, ঠিক ঠিক।

আহমেদ তার হাতের স্যাভলোনে ভেজা তুলার ফোরসেপটা রতনের পেটে ঠেকিয়ে সবার কথা শুনছিলো। রতনের সারা পেট স্যাভলোনে ভেসে গিয়ে বিছানাতে গড়িয়ে পরছে।

রতন আমতা আমতা করে ডাকলো, ডাক্তার সাহেব, আমার পেট ভিজে তো কর্নফুলী হয়ে গেছে।

আহমেদ রতনের পেটের দিকে খেয়াল করতেই, স্যাভলোনের গড়াগড়িটা চোখে পরলো। রাত্রি বললো, আহ, কি অবস্হা হয়েছে এটা?

আহমেদ বললো, কথা বলোনা, তাড়াতাড়ি কিছু গজ দিয়ে মুছে দাও।

রাত্রি আহমেদকে একটা ভ্যাংচি কেটে, গজ দিয়ে রতনের পেটের ভেজা স্যাভলোন মুছতে লাগলো।

নার্স স্টেশনের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। লতিফা রিসিভারটা ধরে, ওপাশের গলা শুনে বেশ অবাক হয়ে বললো, ডাইরেকটর সাহেব, আপনি?

লতিফা ডাইরেকটর সাহেবের কথাগুলো শুনে বললো, ঠিক আছে, এক্ষুনি বলছি।

নার্স স্টেশনের সবাই থ হয়ে তাঁকিয়ে রইলো লতিফার দিকে।

লতিফা রাধিকাকে বললো, রাধিকা সিস্টার, ডাইরেকটর সাহেব টেলিফোন করেছে, তাড়াতাড়ি তার কক্ষে যেতে।

রাধিকা কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠেছে, সে কিছুক্ষন শূন্য দৃষ্টিতে তাঁকিয়ে থেকে বললো, আমি আসছি, এখানকার বাকীটা তোমরা দেখো।

রাধিকা বেড় হয়ে যেতেই সাজেদা মুখে হাত রেখে হাসতে হাসতে বললো, সেরেছে, সেরেছে!

তাহমিনা বললো, কি সেরেছে?

রোকেয়া বললো, দেমাগের ঠিক একটা জবাব দিহি হবে এখন!

লতিফা মনে মনে হাসলো, ভাবখানা এই যে, রাধিকার সাথে ভীষন একটা বুঝাপরার সময়টা, আর বুঝি বেশী দূরে নয়।

রাধিকা মিনা রায়কে সংগে নিয়ে ডাইরেকটর সাহেবের কক্ষে গেলো। ডাইরেকটর সাহেবকে খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে। রাধিকা কক্ষে ঢুকতেই, সাকীবের পদত্যাগ পত্রের খামটা হাতে নিয়ে কর্কশ গলায় ডাইরেকটর সাহেব বললো, বাচ্চা লালন পালনের সমস্যা দেখিয়ে, সাকীবের মতো সার্জন পদত্যাগ পত্র পেশ করে, পেয়েছো কি তুমি? বাচ্চা লালন পালনের এত সমস্যা থাকলে, তুমিই না আগে পদত্যাগ করার কথা!

রাধিকা নম্রভাবে বললো, সেই কথা ভেবে, আমি মিনা ম্যাডামের কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করেছি, কিন্তু!

ডাইরেকটর সাহেব উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। সে রাধিকার দিকে সাকীবের খামটা ছুড়ে ফেলে বললো, কিন্তু আবার কি? আমার সাথে ফাজলামী করো?

মিনা রায় বললো, একটু থামুন, আমার একটা কথা শুনুন। বিবাহিত কর্মজীবী মহিলাদের বাচ্চা হবার পর, কর্মজীবনে ফিরে আসার অদম্য যে ইচ্ছা, তা আনুভব করতে পারি আমি। আমার মনে হয় ডাঃ সকীবও একই রকম অনুভব করেছেন, আর তাই?

ডাইরেকটর সাহেব অধিকতর উত্তেজিত হয়ে, মিনা রায়ের দিকে এগিয়ে গেলো। বললো, বোকার মতো কথা বলোনা। ডাঃ সাকীবের মতো একজন নামকরা সার্জনকে নিয়ে কি বাজে বকছো তুমি। এই হাসপাতালের জন্যে, সাকীবের মতো একজন নামকরা সার্জন আর, এই সাধারন একজন নার্স, কোনটা গুরত্বপূর্ণ, তা কি তুমি বুঝ?

মিনা রায় চুপ করে রইলো। ডাইরেকটর সাহেব, রাধিকার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, স্ত্রী হিসেবে তোমার অবশ্যই করনীয়, সাকীবককে ভালো করে ব্যাপারটা বুঝানো, আর তাকে হাসপাতালে ফিরিয়ে আনা। বুঝলে?

রাধিকা আর মিনা রায় এই উত্তপ্ত পরিবেশ থেকে চুপচাপ বেড়িয়ে এলো।

সন্ধ্যার পর রাধিকা রাত্রিকে নিয়ে মুসা মিয়ার দোকানে খেতে এলো। আহমেদও সংগে এলো রাত্রির কথায়। রাধিকার মন খারাপ থাকায় ভরসা পাচ্ছিলোনা সে। তাই, আহমেদকে চোখ টিপে সংগে আসতে বলেছিলো।

মেজাজ খারাপের সময় রাধিকার খুব ক্ষিধে লাগে। তাই সে একটার পর একটা পরটা আর শিক কাবাবের অর্ডার দিচ্ছে। খেতে খেতে ডাইরেকটর সাহেবের কথা গুলো হরবর করে বলছে।

রাত্রি বললো, বলো কি সিস্টার, এমন নিষ্ঠুর কথা বলতো পারলো ঐ বুড়ো?

রাধিকা বললো, দেখোতো কি নিষ্ঠুর! নার্স ছাড়া ডাক্তারেরা এক মুহুর্ত চলতে পারে না, আবার নার্সদেরকে বড় বড় কথা।

রাত্রি বললো, ঠিক ঠিক, ডাক্তারেরা রোগীকে একটু দেখেই বিদায় নেয়, আর আমরা দিনরাত তাদের সেবা করি, প্রস্রাব পায়খানা পরিস্কার করি। আমাদের চাইতে তাদের বেতনও অনেক অনেক গুন বেশী।

রাধিকা বললো, রোগীরাও আমাদেরকে সাধারন পরিচারিকা মনে করে, আর একজন ডাক্তার দেখলেই ডাক্তার সাহেব, ডাক্তার সাহেব, বলে প্রাণ ভরে ডাকে।

রাত্রি টেবিলের উপর সজোরে একটা চাপর দিয়ে বললো, ঐসব রোগীদের জন্যেই ডাক্তারগুলো এত দেমাগ দেখায়, ঐ রোগীদের কিছু একটা করা দরকার।

রাত্রির চাপরে, টেবিলের উপরের পানির জগটাই উল্টে পরে গেলো। আহমেদের গায়ের পোষাক পানিতে ভিজে একাকার হয়ে গেছে। সে বললো, বেশী উত্তেজিত হবার দরকার নেই।

আহমেদের কথা শুনে, রাধিকা বললো, এই আহমেদ, তুমিও তো একদিন ঐ রকম একটা নিষ্ঠুর ডাক্তার হবে তাই না?

আহমেদ বললো, না না, আমি কিন্তু ফ্যামিনিষ্ট?

রাধিকা মুখ ভ্যাংচিয়ে বললো, কিসের ফ্যামিনিষ্ট?

রাত্রি বললো, জানো সিস্টার, এই ছেলে বলে কি? বাচ্চা হলে নাকি, মেয়েদের চাকুরী ছাড়া উচিৎ।

আহমেদ অবাক হয়ে বললো, মানে?

রাত্রি বললো, বলেছো না আজকে?

রাধিকা রেগে বললো, এরকম কথা বলেছো নাকি?

আহমেদ, আমতা আমতা করে বললো, তা ঠিক, বলেছিলাম মনে হয়।

রাধিকা দাঁড়িয়ে গেলো রাগে, সে আহমেদের গলা টিপে ধরলো, বললো, আবার বলে কি না ফ্যামিনিষ্ট?

সুযোগ বুঝে রাত্রিও রাধিকার সাথে যোগ দিয়ে আহমেদের গলা টিপে ধরলো।

আহমেদ চিৎকার করে বলতে থাকলো, আহা লাগছে তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বলবোনা, আর বলবোনা।

চলবে